হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ৬১৫/২০০৬

মোফাজ্জল হোসেন মোমেন

---- সাজাপ্রাপ্ত-দরখাস্তকারী

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

-------রাষ্ট্র-প্রতিবাদীগণ।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

--- সাজাপ্রাপ্ত-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

---রাষ্ট্র-প্রতিবাদীগণ পক্ষে।

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২৫.০৫.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিচারক (জেলা জজ), নারী-ও-শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নং-১, ঢাকা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ২৯/২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৭.০৩.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন।

আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত এবং নথি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করলাম। রাষ্টপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল এর বক্তব্য শ্রবণ করা হল।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত, ঢাকা কর্তৃক সি. আর. মামলা নং-১৬১৪/২০০২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৬.০৪.২০০৪ তারিখের রায়টি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		"বাদী পক্ষের মামলা সংক্ষেপে এই যে, বাদীনির সাথে ১২.১১.২০০১ তাং রেজিষ্ট্রি কাবিন মুলে বাদীনির বিয়ে হয় বিবাদী মোফাজ্জল হোসেনের সাথে। বিয়ের পরদিন বিবাদী ১৩.১১.২০০১ তাং বাদীনিকে তার পিতার নিকট থেকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা যৌতুক হিসেবে এনে দিতে বলেন। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সালিশ হয়, কিন্তু আসামী যৌতুক না দিলে বাদীর সাথে সংসার করবে না বলে জানায়। সর্বশেষ ১৫.০৭.২০০২ তারিখে সন্ধ্যায় ৭.৩০ টায় বাদীনির বাসায় এসে ৭ দিনের মধ্যে যৌতুক দেয়ার জন্য বলে নতুবা বাদীনিকে তালাক দেয়ার হুমকি দিয়ে চলে যায়। পরবর্তীতে বাদীনি বাধ্য হয়ে মামলা করেন। *অপরদিকে আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী সাক্ষীদের জেরা ও প্রদত্ত সাজেশনে মামলা এই বলে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেন যে, বাদীনির মামলা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আসামীকে জোর করে মারপিট করে বিয়ে করেছে উক্ত বিয়ে আসামী অস্বীকার করায় মিথ্যা মামলা করেছে। আসামী একটি জিডিও করেছে থানায়। বিবাদী বাদীনিকে তালাকও দিয়েছে। ১৪.১১.২০০১ তাং। তালার দেয়ার কারনে বাদী মামলা করেছেন।* *অত্র মামলায় বাদী পক্ষ মোট ৪ জন সাক্ষী আদালতে সাক্ষ্য দেয়। আসামী পক্ষ সাক্ষীদের জেরা করেন। কিন্তু আসামী পক্ষ কোন সাফাই সাক্ষী আদালতে হাজির করেন নাই।* ***বিচার্য্য বিষয়ঃ*** *১। আসামী মোফাজ্জল হোসেন ঘটনার তারিখ ও সময়ে বাদীনি তার স্ত্রীর নিকট ২ লক্ষ টাকা দাবি করছেন কিনা এবং তাদ্বারা যৌতুক নিরোধ আইনের ৪ ধারা মতে শাস্তি যোগ্য অপরাধ করেছেন কিনা?* *২। সাক্ষী প্রমান উপস্থাপন করে বাদীপক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সকল সন্দেহের উর্দ্ধে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন কিনা?* ***সাক্ষ্য প্রমান পর্যালোচনাঃ*** *বাদীপক্ষের ১নং সাক্ষী মামলার বাদী জোৎস্না বেগম তার জবানবন্দীতে বলেন যে, আসামী তার বোনের দেবর বিয়ে হয় ১২/১১ তাং ননদের বাসায় গিয়ে থাকেন ১ দিন। পরদিন দিয়ে আসেন। বিকেলে তার স্বামী ২ লক্ষ টাকা যৌতুক চায় এবং না দিলে সংসার করবে না বলে জানায়। এভাবেই ঝগড়া করতে থাকে। গত ১৫.০৭.২০০২ তাং সন্ধ্যা ৭.৩০ টার দিকে ৭ দিনের মধ্যে যৌতুক না দিলে বাদীনিকে তালাক দেবে বলে হুমকি দেয়। আসামী চাকুরীজীবি একটি মেয়েছে বিয়ে করে সংসার করছে।* *জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, মামলা করেছেন ১৬.০৭.২০০২ তাং।*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১৩.১১.২০০১ তাং তার সামনে সাক্ষী লিপি ছিল। আসামী তালাক দিয়েছে ও সাজেশন অস্বীকার করেন। ১৪.১১.২০০১ তাং তালাকের নোটিশ দিয়েছে তা এই সাক্ষী পান নাই বলে জানান। জোরপূর্বক আসামীকে বিয়ে করতে বাধ্য করেন এ সাজেশন অস্বীকার করেন এবং মাস্তান দিয়ে আটকিয়ে বিয়ে করে এ সাজেশন অস্বীকার করেন। বিবাহ বাতিলের জন্য দেওয়ানী মামলা ২৭৮/২০০২ এ জবাব দিয়েছে। আসামী কোন যৌতুক নেয় নাই তালাকের পর মিথ্যা মামলা করেছেন ও সাজেশন অস্বীকার করেন। *মামলার ২নং সাক্ষী লিপি তার জবানবন্দিতে বলে যে, বাদী ও আসামীকে চিনেন। বাদী বিবাদীর বিয়ের সময় বাড়ির মালিক আয়শা ছিল সাক্ষী। জাহাঙ্গীর, মান্নান আল ইসলাম এবং ভাড়াটিয়ারা ছিলেন। ১২.১১.২০০৩ তাং সোমবার ছিল। বিয়ের পর ননদের বাসায় নিয়ে যায় পরদিন ফেরত আসে। বিকেলে বাদীনির স্বামী বাদীনির কাছে দুই লক্ষ টাকা যৌতুক দাবী করে এই সাক্ষীর সামনে। বাদীনি যৌতুক দিতে পারবে না বলে জানায়। বিয়ে ছিল ভালবাসার বিয়ে। পরবর্তীতে যৌতুকের জন্য বাদীনিকে নিয়ে সংসার করত না। পরবর্তীতে ১৫.০৭.২০০২ তাং যৌতুক চায় এবং না দিলে তালাক দিবে বলে হুমকি দেয়। জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, বাদীনির সাথে একত্রে থাকে বাসা ভাড়া করে। এই সাক্ষী আসামীকে ডকে সনাক্ত করেন। বিয়েতে এই সাক্ষী ছিলেন। বিয়ের পরই বিদেশ যাবার জন্য যৌতুক চায়। যৌতুক চায় তার সামনে। বিয়েতে বাড়ির মালিক ছিল। যৌতুক চাওয়ার সময় বাড়িল মালিকের স্ত্রীও ছিল। বাদীর কাছ থেকে যৌতুকের কথা শুনেছেন এ সাজেশন অস্বীকার করেন। যৌতুক চাওয়ার সময় ছিলেন না এ সাজেশন অস্বীকার করেন।* *বাদী পক্ষের ৩ন সাক্ষী আয়শা বেগম তার জানবন্দিতে বলেন যে, বাদীনি তার ভাড়াটিয়া। বিয়ের দিন বাদীনিকে নিয়ে যায় পরদিন বাদীনি চলে আসে। দুজন মেয়ে একটি রুমে থাকত। হঠাৎ একটি কথা কাটাকাটি ও ঝগড়া করেন। আসামী বলেন বাইরে যাবে বাদীর বাবা মায়ের কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকা এনে দিতে বলেন। বাদী পারবে না জানালে আসামী অন্যত্র বিয়ে করে বিদেশ চলে যাবে বলে। ১৫.০৭.২০০২ তাং সর্বশেষ কথা কাটাকাটি হয়। অন্য মেয়েটি এই সাক্ষীকে ডেকে আনে। আসামী এই সাক্ষীকে ধমক দেয় সাক্ষী না দেয়ার জন্য।* *জেরায় এই সাক্ষী বলেন বিয়ের সময় তিনি ছিলেন। তার ঘরে বিয়ে হয়। বিবাদী বাদীনির বোনের দেবর। বিয়েতে তিনি সাক্ষী ছিলেন। যৌতুক চাওয়ার সময় তিনি ছিলেন। ঝগড়া হয়। ছেলেছি যৌতুক চাইলে তিনি বুঝান।*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২ লক্ষ টাকা চায়। যৌতুক চাওয়ার সময় তিনি ছিলেন না এবং অন্যের কাছে শুনে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন এ সাজেশন অস্বীকার করেন। *৪নং সাক্ষী মোঃ শামিম তার জবানবন্দিতে বলেন বাদী ও আসামীকে চিনে। ১২/১১ তাং বিয়ে হয়। রাতে বাসায় এসে বাড়ীওয়ালার কাছে বিয়ের কথা শুনেন এবং বাদীনিও স্বীকার করে। ২ লক্ষ টাকা দাবী করে ঝগড়া ঝাটি হয় শুনেছেন। ১৫.০৭.২০০২ তাং যৌতুক নিয়ে গেঞ্জাম হয়। এই সাক্ষী কাঠগড়ায় আসামীকে সনাক্ত করেন।* *জেরায় এই সাক্ষী বলেন বাদীকে চিনেন একই বাসায় ভাড়া ছিলেন। তিনি বিবাহ অনুষ্ঠানে ছিলেন না। অফিস থেকে এসে বিয়ের কথা শুনেছেন। ঝগড়া হয় নাই যৌতুক চায় নাই এ সাজেশন অস্বীকার করেন।* ***পর্যালোচনা*** *অত্র মামলায় বাদী পক্ষ মোট ৪ জন সাক্ষী আদালতে সাক্ষ্য দেয়। সাক্ষীদের বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সাক্ষী বাদী তার আর্জির ঘটনা বর্ননা করেছে। ২ ও ৩নং সাক্ষী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। তারা বাদীর বক্তব্যের সাথে হুবহু একই বক্তব্য দিয়েছে। ৪নং সাক্ষী ঘটনা শুনেছেন। সাক্ষীদের বক্তব্য পরস্পর সমর্থিত এবং আর্জির বর্ণনার অনুরূপ। কোথাও কোন অসংগতি বা অসামঞ্জস্যতা দেখা গেল না।* *জেরায় আসামী পক্ষ সাক্ষীদের কাছ থেকে কোন ভিন্ন বক্তব্য আনতে সক্ষম হন নাই। জেরা থেকে আসামী পক্ষ কোনরূপ বেনিফিট নিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। মস্তান পার্টি দিয়ে মারপিট করে জোরপূর্বক বিয়ে করানোর সাজেশন ১নং সাক্ষীকে দিলেও বাকী সাক্ষীদের এরূপ কোন সাজেশন আসামী পক্ষ দেন নাই। এ বক্তব্য আসামী পক্ষ প্রমান করতে সক্ষম হন নাই। আসামী পক্ষ কোন সাফাই সাক্ষী উপস্থাপন করে ও তাদের বক্তব্য প্রমানে সচেষ্ট হন নাই। সুতরাং পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, বিচার্য্য বিষয় সমূহ প্রমানিত। আসামী বাদীনির নিকট ২ লক্ষ টাকা যৌতুক দাবি করে যৌতুক নিরোধ আইনে ৪ ধারা মতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। সাক্ষীরা interested এ বিষয়টিও আসামী পক্ষ প্রমান করতে পারেননি। সুতরাং সাক্ষীদের বক্তব্য গ্রহনযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য।* ***সিদ্ধান্ত*** *সকল সাক্ষী প্রমানাদি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষন প্রতীয়মান হয় যে, বাদীপক্ষ সাক্ষী প্রমান উপস্থাপন করে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সকল সন্দেহের উর্দ্ধে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছেন বিধায় আসামী মোফাজ্জল হোসেনকে যৌতুক নিরোধ আইনের ৪ ধারার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হলো।

আদেশ

অতএব আদেশ হইল এই যে, আসামীকে অত্র মামলায় দোষী পাইয়া ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৪৫(২) ধারা বিধান মতে যৌতুক নিরোধ আইনের ৪ ধারার অপরাধের জন্য ১ বৎসর ৬ মাস (এক বৎসর ছয় মাস) বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল। আসামীর নামে সাজা পরোয়ানা দিন।

এই রায় আমার স্বহস্তে লিখিত।

স্বা/- খন্দকার ফাতেমা বেগম
মহানগর হাকিম, ঢাকা।

স্বা/- খন্দকার ফাতেমা বেগম
মহানগর হাকিম, ঢাকা।
২৬.০৪.২০০৪''

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিচারক (জেলা জজ) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নং-১, ঢাকা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ২৯/২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৭.০৩.২০০৬ তারিখের রায়টি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

''সি. আর. মামলা নং- ১৬১৪/২০০২ এর প্রদত্ত বিগত ২৬.০৪.২০০৪ ইং তারিখের রায় দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল মোকদ্দমা।

মূল নালিশী দরখাস্তের বক্তব্য হলো, দরখাস্তকারীনি জোৎস্না আরার সহিত বিবাদী মোফাজ্জল হোসেন মোমেন এর ১২.১১.২০০১ তারিখ রেজিষ্ট্রি কাবিন মূলে এক লক্ষ টাকা দেন মোহর ধার্য্যে বিবাহ হয়। বিবাহের পর ১৩.১১.২০০১ তারিখ বিকাল ৫.০০ টার দিকে বিবাদী বিদেশ যাওয়ার জন্য দরখাস্তকারীর পিতার নিকট হতে দুই লক্ষ টাকা যৌতুক এনে দিতে বলে অন্যথায় তাকে নিয়ে সংসার করবেনা বলে জানায় এবং তাকে শারীরিক ও মানষিক ভাবে নির্যাতন করে। দরখাস্তের আরও বক্তব্য ইং ১৫.০৭.২০০২ তারিখ সন্ধ্যা ৭.৩০ টার দিকে আসামী দরখাস্তকারীনির বাসায় এসে সাত দিনের মধ্যে যৌতুকে টাকা দিতে বলে না হলে তাকে তালাক দিবে বলে হুমকি দেয়।

বিগত ১৭.০৭.২০০২ তারিখ নিম্ন আদালতে দরখাস্তকারীনির শপথ জবানবন্দি গ্রহন শেষে আসামী মোফাজ্জেল হোসেন মোমেন এর বিরুদ্ধে যৌতুক নিরোধ আইনের ৪ ধারা মতে অভিযোগ আমলে গ্রহন করেন এবং ২৩.০৭.২০০২ তারিখ আসামীর বিরুদ্ধে যৌতুক নিরোধ আইনের ৪ ধারা মতে অভিযোগ গঠন করে।

বিজ্ঞ আদালত নালিশী দরখাস্তকারী কর্তৃক সাক্ষ্য প্রমানাদি বিচার

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিশ্লেষন পূর্বক ইং ২৬.০৪.২০০৪ তারিখ আসামী মোফাজ্জল হোসেন মোমেনকে যৌতুক নিরোধ আইনের ৪ ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত করে ১ (এক) বছর ৬ (ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। *বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দন্ডাদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে আপীলকারী আসামী মোফাজ্জল হোসেন মোমেন বর্তমান আপীল রুজু পূর্বক নিজেকে নির্দোষ দাবী করে নিম্ন আদালতের ইং ২৬.০৪.২০০৪ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ রদ-রহিতের প্রার্থনা জানিয়েছেন।* ***বিবেচ্য বিষয়*** *১। আসামী মোফাজ্জল হোসেন মোমেন যৌতুক নিরোধ আইনের ৪ ধারা মতে শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ করেছে কিনা?* *২। আসামী মোফাজ্জল হোসেন মোমেনকে প্রদত্ত দন্ডাদেশ হস্তক্ষেপ যোগ্য কিনা?* *৩। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশ আইনানুগ সঠিক যথার্থ কিনা?* ***আলোচনা ও সিদ্ধান্ত*** *আলোচনা-পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়ার লক্ষ্যে বিচার্য বিষয়গুলি একত্রে নেয়া হলো।* *পক্ষগণ কর্তৃক নিয়োজিত বিজহ কৌশলীগনের বক্তব্য শ্রবন করলাম। গৃহীত সাক্ষ্য প্রমানাদি, নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আপীলের মেমো পর্যালোচনা করলাম। নালিশী দরখাস্তকারী আসামীর বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ প্রমানের জন্য নালিশী দরখাস্তে বর্নিত ৪ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন।* *১নং সাক্ষী হিসাবে জোৎস্না আরা তার সাক্ষ্যতে বলেন ২০০১ সালের ১২/১১ তারিখ তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর আসামীর ভগ্নিপতি তাকে তার ননদের বাসায় নিয়ে যায়। ওখানে পরদিন তার স্বামীর সাথে দেখা হলে তার কাছে যৌতুক চায়। তাদের বিয়ে হয় প্রেম করে। বিয়ের কথা অভিভাবকরা জেনে তাকে যৌতুকের জন্য চাপ দিতে থাকে। ১৩/১১ তারিখ বিকেলে দুই লক্ষ টাকা না দিলে তাকে নিয়ে সংসার করা সম্ভব নয় বলে জানায়। ইং ১৫.০৭.২০০২ তারিখ সন্ধ্যা ৭.৩০ টার দিকে বলে ৭ দিনের মধ্যে যৌতুকের টাকা না দিলে তাকে তালাক দিবে বলে। আসামী চাকুরীজীবি একটি মেয়েকে বিয়ে করে তাকে নিয়ে সংসার করে। সাক্ষী নালিশী দরখাস্ত আদালতে প্রমান করেন।* *জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন তাদের বিয়ে হয় ১২.১১.২০০১ তারিখ। তাদের বিয়েতে কোন আত্মীয় স্বজন উপস্থিত ছিলনা।*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২নং সাক্ষী লিপি তার সাক্ষ্যে বলেন তিনি মামলার বাদী ও আসামীকে চিনেন। বাদীর সাথে আসামীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর দিন বাদীনিকে তার ননদের বাসায় নেয়। পরদিন বিকেলে তার স্বামী দুই লক্ষ টাকা যৌতুক চায়। যৌতুকের টাকা তার সামনে চায়। বাদীনি বলে টাকা দিতে পারবেনা বলে। বিয়ে হয় তাদের অভিভাবকের অজান্তে। ভালোবাসা করে বিয়ে। পরবর্তীতে যৌতুক দাবী করে। সর্বশেষ ১৫.০৭.২০০২ তারিখে যৌতুক চায় এবং না দিলে তালাক দিবে বলে হুমকি দেয়। *জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন বাদীনি আই. এ পাশ করেছে। বিয়ে হয় ২০০১ সালের ১২/১১ তারিখ। স্বামী স্ত্রীর যৌতুক নিয়ে কথা কাটাকাটির সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। যৌতুক চায় দুই লক্ষ টাকা। যৌতুক চাওয়ার সময় বাড়ীর মালিকের স্ত্রীও ছিল।* *৩নং সাক্ষী আয়েশা বেগম তার সাক্ষ্যে বলেন বাদীনি তার ভাড়াটিয়া। বিয়ের দিন বাদীনিকে আসামীর দুলাভাই নিয়ে যায়। পরদিন বাদীনি চলে আসে। দুইজন একটি রুমে থাকে। সকালে কথা কাটাকাটি ও ঝগড়া হয়। আসামী বলে তোর বাবা মায়ের কাছ থেকে দুই লক্ষ টাকা এনে দাও। বাদীনি বলে যে দিতে পারবেনা। তখন আসামী অন্যত্র বিয়ে করবে বলে চলে যায়।* *জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন তিনি বাড়িওয়ালা। বিয়ের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তার ঘরে বিয়ে হয়। তিনি বিয়েতে সাক্ষী ছিলেন। যৌতুক চাওয়ার সময় তিনি ছিলেন।* *৪নং সাক্ষী মোঃ শামীম তার সাক্ষ্যে বলেন তিনি বাদীনি ও আসামীকে চিনেন। বাদী ও আসামীর বিয়ে হয় ১২.১১.২০০১ তারিখ। পরদিন যৌতুক নিয়ে গেঞ্জাম হয়। তিনি বাড়ীওয়ালার কাছে শুনেছেন। আসামী দুই লক্ষ টাকা দাবী করে ২০০২ সালের ১৫/৭ তারিখ যৌতুক নিয়ে গেঞ্জাম হয়। সাক্ষী আসামীকে কাঠগড়ায় সনাক্ত করেন।* *জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন তার গ্রামের বাড়ী ভৈরব। তিনি ৪/৫ বছর যাবত বাদীনিকে চিনেন কারন তারা একই বাসায় ভাড়া ছিল। বাদীর মা, বাবা, ভাই, বোন কাউকে চিনেন না।* *অত্র মামলার আপীলের মেমো, সাক্ষীগন কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্য, নিম্ন আদালতের রায় ও নথী পর্যালোচনায় দেখা যায় মোকদ্দমার ১নং সাক্ষী জোৎস্না আরা অত্র মামলার নালিশী দরখাস্তকারী। এই সাক্ষী আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করে বলেন আসামীর তার ১২.১১.২০০১ তারিখ বিয়ে হয় এবং বিয়ের পরদিন আসামী বিদেশ যাওয়ার জন্য তার নিকট দুই লক্ষ টাকা যৌতুক দাবী করেন। এই সাক্ষী নালিশী দরখাস্ত সমর্থন করে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

মোকদ্দমার ২নং সাক্ষী লিপি ১নং সাক্ষীর সাক্ষ্য সমর্থন করে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করে বলেন ১২.১১.২০০১ তারিখ বিয়ে হয়। বিয়ের পরদিন আসামী বাদীনির নিকট দুই লক্ষ টাকা যৌতুক দাবী করে। ৩নং সাক্ষী আয়েশা বেগম বলেন আসামী বলে ''তোর বাবা মায়ের থেকে দুই লক্ষ টাকা এনে দাও''। বাদীনি দিতে পারবেনা বললে আসামী অন্যত্র বিয়ে করবে বলে চলে যায়। ৪নং সাক্ষী বলেন বাদীনি ও আসামীর বিয়ে হয় ১২.১১.২০০১ তারিখ। পরদিন যৌতুক নিয়ে গেঞ্জাম হয়। আসামী দুই লক্ষ টাকা যৌতুক দাবী করে। সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আসামী বিয়ের পর দরখাস্তকারীনির নিকট দুই লক্ষ টাকা যৌতুক দাবী করেছে। সাক্ষীগন পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। মোকদ্দমার সাক্ষীগন এজাহার বর্নিত ঘটনা সমর্থন করে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দন্ডাদেশ হস্তক্ষেপযোগ্য বলে মনে করিনা। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশ আইনানুগ, সঠিক, যথার্থ ও সমীচিন বলে মনে করি।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

উভয় পক্ষের শুনানী অন্তে অত্র আপীল মামলাটি নামঞ্জুর করা হলো।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিগত ২৬.০৪.২০০৪ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ বহাল রাখা হলো।

অত্র রায়ের কপিসহ নিম্ন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতের অবগতি ও কার্য্যকরি ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ফেরত পাঠানো হোক।

আমার কথিত মতে মুদ্রিত এবং সংশোধিত

স্বা/- মুহাম্মদ মুজিবুল কামাল
২৭.০৩.২০০৬
বিচারক (জেলা জজ)
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন
ট্রাইব্যুনাল নং- ১, ঢাকা।

স্বা/- মুহাম্মদ মুজিবুল কামাল
২৭.০৩.২০০৬
বিচারক (জেলা জজ)
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন
ট্রাইব্যুনাল নং- ১, ঢাকা।

প্রসিকিউশন পক্ষের সকল স্বাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষ্যগন পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। উভয় আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র রুলটি খারিজযোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি খারিজ করা হলো।

বিজ্ঞ বিচারক (জেলা জজ), নারী-ও-শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নং-১, ঢাকা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ২৯/২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৭.০৩.২০০৬ তারিখের

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-দরখাস্তকারীকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ আদালত আসামীকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।